দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 JUL 1996
পৃষ্ঠা – ৫ কলাম – ১

এসএসসি পরীক্ষায় পাস-ফেল

ঢাকা ও যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে গত ৬ জুলাই। এবার ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৪২ দশমিক ২০ শতাংশ এবং যশোর বোর্ডে ৪৩ দশমিক ৯৯ শতাংশ পাস করেছে। গত বছর ঢাকা বোর্ডে ৭৪ দশমিক ৪০ শতাংশ এবং যশোর বোর্ডে ৭০ দশমিক ৭৪ শতাংশ ছাত্র–ছাত্রী পাস করেছিল। গত বছরের তুলনায় এবার ফেলের হার বেড়েছে অনেক।

গত বছর বা তার আগের বছর এসএসসি পরীক্ষার পাসের হার বিপুল হবার কারণ ছিল প্রশ্ন ব্যাংক এবং নৈর্ব্যক্তিক ও লিখিত প্রশ্নোত্তর ক্ষেত্রে কোন ভেদ রেখা না থাকা। অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক ও লিখিত পরীক্ষা মিলিয়ে কেউ পাস নম্বর পেলেই তাকে পাস ধরা হয়। ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় যদি কেউ ৪৫ নম্বর পেত তা হলে লিখিত প্রশ্নের জবাব না দিয়েই সংশ্লিষ্ট ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হতে তথা পাস করতে পারত। কিন্তু শিক্ষার মান বাড়ানোর লক্ষ্যে দু' বছর আগেই ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, ১৯৯৬ সাল থেকে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে আলাদা আলাদাভাবে নৈর্ব্যক্তিক ও লিখিত পরীক্ষায় পাস করতে হবে। তা না হলে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় সে যত নম্বরই পাক না কেন, তাকে পাস ধরা হবে না। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এই ব্যবস্থার আর কোন বিকল্প ছিল বলে মনে হয় না।

বিগত দুই–তিন বছরে পরীক্ষা পাসের হার দেখে মনে হয়েছিল, বোধ করি গ্রাম–গ্রামাঞ্চলের সকল স্কুলেই শিক্ষার মানে উন্নতি ঘটেছে। তা না হলে এত ছাত্র–ছাত্রী পাস করছে কীভাবে। এবার প্রমাণিত হয়েছে, সে ধারণা ভ্রান্ত ছিল। তা না হলে এসএসসি পর্যায়েই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রায় দুই–তৃতীয়াংশ ছাত্র–ছাত্রী ফেল করবে কেন! বোঝা যাচ্ছে, প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে আলাদা আলাদাভাবে নৈর্ব্যক্তিক ও লিখিত পরীক্ষায় পাস করার বিধান চালু করার দরুণই ফেলের হার এত বেড়েছে।

আমরা তো চাই ক্লাসরুম শিক্ষা–ব্যবস্থাই এমন হোক, যাতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র–ছাত্রী পাস করতে পারে। কিন্তু সে ব্যবস্থা গড়ে তোলা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। ছাত্র–ছাত্রীদের পরীক্ষায় পাসের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষক সমাজের–একথা আশা করি সম্মানিত শিক্ষক সমাজও অস্বীকার করবেন না। কিন্তু শিক্ষকবৃন্দ কি সর্বক্ষেত্রে সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন? এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে প্রমাণিত হয় না যে, তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সর্বক্ষেত্রে যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছেন।

গোটা দেশের অর্থনৈতিক মানের কথা বিবেচনায় রাখলে একথা বলা যাবে না যে, শিক্ষক সমাজ অন্য দশটা পেশার তুলনায় একেবারে বঞ্চিত অবস্থায় রয়েছে। মাধ্যমিক স্কুলগুলোর শিক্ষক–কর্মচারীদের বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ ব্যয়ভার সরকার বহন করেন। বাকী ২০ ভাগ আসে ছাত্র–বেতন থেকে। কিন্তু এই শিক্ষকদের জবাবদিহিতার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। তাই এখন বোধ হয় এই জবাবদিহিতার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে চিন্তা–ভাবনা করা দরকার।